

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

226422 - ওযুর ফরয ও সুন্নতসমূহ

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ওযুর রুকন, ওয়াজবি ও সুন্নতসমূহ কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

ওযুর রুকন ও ফরয ৬টি:

১। মুখমণ্ডল ধৌত করা। মুখ ও নাক মুখমণ্ডলের অংশ।

২। দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩। মাথা মাসহে করা।

৪। দুই পা টাকনুসহ ধৌত করা।

৫। ওযুর অঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৬। পরম্পরা রক্ষা করা (অর্থাৎ অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ে বরিত না দয়ো)।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে মুমনিগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসহে কর এবং পায়েরে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও।” [সূরা মায়দা, আয়াত: ৬]

দেখুন: ইবনে কাসমি এর হাশিয়াসহ ‘আল-রওয়ুল মুরব্বি’ (১/১৮১-১৮৮)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

এখানে ওয়ুর ফরয দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- ওয়ুর রুকনসমূহ।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলমেগণের ভিন্নতা রয়েছে। কটে কটে ফরযগুলোকে রুকন হিসেবে উল্লেখ করেন। আবার কটে কটে রুকনগুলোকে ফরয হিসেবে উল্লেখ করেন। [আল-শারহুল মুমতী (১/১৮৩) থেকে সমাপ্ত]

ইতপূর্ববে আমরা উল্লেখ করেছি যে, জমহুর আলমে এর নকিট ফরযটাই হচ্ছে- ওয়াজবি। [দখুন: 127742 নং প্রশ্নোত্তর] তাই ওয়ুর ফরযগুলোই হচ্ছে- ওয়ুর রুকন ও ওয়ুর ওয়াজবি; যগুলো দিয়ে ওয়ু সংঘটিত হয় এবং যগুলো ছাড়া ওয়ুর অস্তিত্ব হতে পারে না।

পক্ষান্তরে ওয়ুর সময় বস্মিল্লাহ্ বলা: ইমাম আহমাদের মতে, এটি ওয়াজবি।

জমহুর আলমের মতে, এটি ওয়ুর সুন্নত; ওয়াজবি নয়। ইতপূর্ববে 21241 নং প্রশ্নোত্তরে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

ওয়ুর সুন্নতসমূহ অনকে।

শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান (হাফযিহুল্লাহ) বলেন: ওয়ুর সুন্নতসমূহ হচ্ছে-

১। মসেওয়াক করা। এর স্থান হচ্ছে- গড়গড়ার সময়। যাত করে মসেওয়াক ও গড়গড়ার মাধ্যমে মুখ পরিস্কার করা যায়; যার ফলে ইবাদত, তলোওয়াত ও আল্লাহর সাথে গোপন আলাপের জন্য নিজেকে তৈরী করে নেয়া যায়।

২। ওয়ুর শুরুতে চহোরা ধৌত করার আগে হাতের কব্জদ্বয় তনিবার ধৌত করা। এ বিষয়টি হাদসি উদ্ধৃত হওয়ার কারণে এবং যহেতে হস্তদ্বয় হচ্ছে- ওয়ুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি ব্যবহার করার মাধ্যম। তাই এ দুটোকে ধৌত করার মাঝে সমস্ত ওয়ুর জন্য সতর্কতা অবলম্বন পাওয়া যায়।

৩। চহোরা ধৌত করার আগে গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়ে; অনকে হাদসি এ দুটো দিয়ে শুরু করার কথা উদ্ধৃত হওয়ার কারণে। রোযাদার না হলে প্রকৃষ্টভাবে এ দুটো আদায় করবে। গড়গড়া কুলি প্রকৃষ্টভাবে আদায় করার অর্থ হল: গোটো

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মুখেরে ভেতরে পানি ঘুরানো। প্রকৃষ্টভাবে নাকে পানি দায়োর অর্থ হচ্ছ: পানি টিনে একবোরো নাকেরে উপরে তুলে নয়ো।

৪। পানি দিয়ে ঘন দাঁড়ি খলিল করা; যাতে করে ভেতরে পানি ঢুকবে। দুই হাত ও দুই পায়ের আঙুলগুলো খলিল করা।

৫। ডান হাত ও ডান পা দিয়ে শুরু করা।

৬। মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় ও পা-যুগল ধৌত করার ক্ষেত্রে একবারেরে অধিক তিনবার ধৌত করা। [আল-মুলাখ্বাস আল-ফকিহি (১/৪৪-৪৫) থেকে সমাপ্ত]

সুন্নতেরে মধ্যেরে আরও রয়েছে:

জমহুর আলমেরে মতে, কানদ্বয় মাসহে করা। ইমাম আহমাদেরে মতে, কানদ্বয় মাসহে করা ওয়াজবি। ইতপূর্ববে 115246 নং প্রশ্ননোত্তরে তা বর্ণিত হয়েছে।

ওযুর পরে মুস্তাহাব হচ্ছ: আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আননা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ। আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনিত্তা ওয়াবীন ওয়াজ আলনি মিনিল মুতাতাহরীন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বহিমদকি আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফরিকা ওয়া আতুবু ইলাইক। (অর্থ- “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনও হক্ব ইলাহ নহে, তাঁর কোনও শরীক নহে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমি ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনও হক্ব ইলাহ নহে, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি।)

ওযুর সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে 11497 নং প্রশ্ননোত্তর দেখুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।